বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে লাউ ফসলের মাছি পোকা কার্যকরীভাবে, কম খরচে ও পরিবেশসম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব।

ক) পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ:

মাছি পোকার কীড়া আক্রান্ত ফল দ্রুত পঁচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। পোকা আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে কমপক্ষে ০১ ফুট মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।

খ) সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার:

লাউ এর জমিতে ১০-১২ মিটার দূরত্বে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। ফাঁদ পাতা অবস্থায় সবসময় পাত্রের তলা থেকে ৩-৪ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত সাবান মিশ্রিত পানি রাখতে হবে। ফেরোমন গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ মাছি পোকা প্লাস্টিক পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও সাবান পানিতে আটকা পড়ে ও মারা যায়। বিষটোপ ফাঁদে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট হয় এবং মারা যায়। বিষ টোপ ফাঁদ এর ব্যবহার পদ্ধতি হলো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা থেতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম মিপসিন ৭৫ পাউডার অথবা সেভিন ৮৫ পাউডার বা সানটান ৫০ বা সেকুফেন ৮০ পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুটির সাহয্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মি উচুতে থাকে। বিষটোপের পাত্রটি ৩টি খুটির মাথায় অন্য একটি বড় আকারের চেপ্টা মাটির পাত্র দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি বা রোদে নষ্ট না হয়। বিষটোপ তৈরীর পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরী বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বিষটোপ কখনও শুকিয়ে না যায়।

সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ কুমড়া জাতীয় ফসলের জমিতে ক্রমানুসারে ১২ মি দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদ যৌথভাবে ব্যবহার করে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে মাছি পোকা দমন করা সম্ভব। সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সর্বোচ্চ ফল লাভের জন্য সকল কুমড়া জাতীয় সবজি চাষীকে একত্রে উক্ত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করতে হবে।